দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

জাবিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে ২৫ জন আহত ॥ হল অফিস ও প্রভোস্টের কক্ষ ভাংচুর

॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে। গুরুতর আহতদের সাভার এনাম মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। এ সময় হল অফিস, প্রভোস্টের কক্ষসহ ১০/১২টি কক্ষ ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হলের ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত ৩২৪ ও ৩২৫ কক্ষ দু'টি ভাংচুর করে। ঘটনার জের ধরে ছাত্রদল হল শাখার সাবেক সভাপতি পারভেজ, জিয়া, মুক্তা, সজলের নেতৃত্বে ছাত্রদলের ৩০/৪০ জন নেতা-কর্মী রড, লাঠি, হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ধাওয়া করে। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা এ সময় হলের মূল গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের খুঁজতে থাকে। এ সময় ছাত্রদলের হামলায় ছাত্রলীগের কমপক্ষে ২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। গুরুতর আহত ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুল আলম সুজন, সহ দপ্তর সম্পাদক শরীফ, সামি, আসিফ, রাজিব ও অলককে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে ছাত্রলীগের ওপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে শহীদ সালাম বরকত হল, কামাল উদ্দিন হল, আল বেরুণী হল ও মীর মোশাররফ হোসেন হলের শতাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী রড, লাঠি নিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের সামনে অবস্থান নেয়। মূল গেট বন্ধ থাকায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বাইরে থেকে হল অফিস, প্রভোস্ট কক্ষসহ কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর করে। ভোরের দিকে হল প্রভোস্ট ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন। হল প্রভোস্ট অধ্যাপক নূরুল হক বলেন, ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।